# এইচএসসির সোয়া ৪ লাখ খাতা চ্যালেঞ্জ

*ফাইল ছবি*

সমকাল প্রতিবেদক

প্রকাশ: ২৫ অক্টোবর ২০২৫ | ২২:৫৭

এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফলে ‘সন্তুষ্ট হতে না পেরে’ ১১টি শিক্ষা বোর্ডের ২ লাখ ২৬ হাজার ৫৬১ পরীক্ষার্থী ৪ লাখ ২৮ হাজার ৪৫৮টি খাতা পুনর্নিরীক্ষণের আবেদন করেছেন।

শিক্ষা বোর্ডগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের ৬৬ হাজার শিক্ষার্থী, আর সর্বনিম্ন মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের ৭ হাজার ৯১৬ পরীক্ষার্থী খাতা পুনর্নিরীক্ষণের আবেদন করেছেন। রেওয়াজ মেনে আগামী ১৬ নভেম্বরের মধ্যে খাতা পুনর্নিরীক্ষণের ফল প্রকাশের লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে শিক্ষা বোর্ডগুলো।

ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ও আন্তঃশিক্ষা বোর্ড পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক এস এম কামাল উদ্দিন হায়দার জানান, ২ লাখ ২৬ হাজার শিক্ষার্থী ৪ লাখ ২৮ হাজারটি পত্রের খাতা পুনর্নিরীক্ষণের আবেদন করেছেন। রেওয়াজ মেনে খাতা পুনর্নিরীক্ষণের ফল প্রকাশ করা হবে। ফল প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যেই পুনর্নিরীক্ষণের ফলাফল দেওয়ার নিয়ম রয়েছে। সে হিসাবে ১৬ নভেম্বর দিনটি পড়ে। ১৬ নভেম্বরের মধ্যে খাতা পুনর্নিরীক্ষণের ফল প্রকাশ করা হবে।

গত ১৬ অক্টোবর এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়। এরপর গত ১৭ অক্টোবর থেকে ২৩ অক্টোবর পর্যন্ত অনলাইনে খাতা পুনর্নিরীক্ষণের আবেদনের সুযোগ পান ‘ফলে সন্তুষ্ট হতে না পারা’ পরীক্ষার্থীরা। প্রতিপত্রের জন্য ১৫০ টাকা ফি দিয়ে শিক্ষার্থীদের খাতা পুনর্নিরীক্ষণের আবেদন করতে হয়েছে।

প্রতিবছরই পাবলিক পরীক্ষার খাতা পুনর্নিরীক্ষণের সুযোগ পান ‘ফলে সন্তুষ্ট হতে না পারা’ পরীক্ষার্থীরা। তবে এ ক্ষেত্রে তাদের খাতা পুনরায় মূল্যায়ন করা হয় না, তাদের খাতায় বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাপ্ত নম্বর পুনরায় যোগ করে দেখা হয় তা ঠিক আছে কী-না।

আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটির পরিসংখ্যান মতে, ঢাকা বোর্ডের ৬৬ হাজার ১৫০ জন পরীক্ষার্থী পুনর্নিরীক্ষণের আবেদন করেছেন। তারা মোট ১ লাখ ৩৬ হাজার ৫০৬টি পত্রের খাতা পুনঃনিরীক্ষণের আবেদন।

কুমিল্লা বোর্ডে ২২ হাজার ৫০৩ জন পরীক্ষার্থী ৪২ হাজার ৪৪টি পত্রের খাতা পুনর্নিরীক্ষণের আবেদন করেছেন।

রাজশাহী বোর্ডে ২০ হাজার ৯২৪ জন পরীক্ষার্থী পুনর্নিরীক্ষণের আবেদন করেছেন ৩৬ হাজার ১০২টি পত্রের খাতা।

যশোর বোর্ডে ২০ হাজার ৩৯৫ শিক্ষার্থী পুনর্নিরীক্ষণের আবেদন করেছেন ৩৬ হাজার ২০৫টি পত্রের খাতা।

চট্টগ্রাম বোর্ডে ২২ হাজার ৫৯৫ জন পরীক্ষার্থী ৪৬ হাজার ১৪৮টি পত্রের খাতা পুনর্নিরীক্ষণের আবেদন করেছেন।

সিলেট বোর্ডে খাতা পুনর্নিরীক্ষণের আবেদন করেছেন ১৩ হাজার ৪৪ জন পরীক্ষার্থী, তারা ২৩ হাজার ৮২টি পত্রের খাতা পুনর্নিরীক্ষণের আবেদন করেছেন।

বরিশাল বোর্ডে ৮ হাজার ১১ জন পরীক্ষার্থী ১৭ হাজার ৪৮৯টি পত্রের খাতা পুনর্নিরীক্ষণের আবেদন করেছেন।

দিনাজপুর বোর্ডে আবেদনকারী পরীক্ষার্থী ১৭ হাজার ৩১৮ জন, তারা ২৯ হাজার ২৯৭টি পত্রের খাতা পুনর্নিরীক্ষণের আবেদন করেছেন।

ময়মনসিংহ বোর্ডে ১৫ হাজার ৫৯৮ পরীক্ষার্থী আবেদন করেছেন ৩০ হাজার ৭৩৬ টি খাতা পুনর্নিরীক্ষণে।

কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের ১২ হাজার ৭ জন শিক্ষার্থী ১৫ হাজার ৩৭৮টি পত্রের খাতা পুনর্নিরীক্ষণের আবেদন করেছেন। আর সবশেষ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের ৭ হাজার ৯১৬ পরীক্ষার্থী ১৪ হাজার ৭৩৩টি খাতা পুনর্নিরীক্ষণের আবেদন করেছেন।